সংবাদ

তারিখ .. 13 SEP 2013 ..
পৃঃ - ৭ কলাম ৩ ....

স্কাউটস ও স্কাউট জাম্বুরির ইতিকথা

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

স্কাউট কথাটি যিনি আবিষ্কার করেন তার নাম হলো, 'রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল'। সারা পৃথিবীর মানুষ তাকে বি পি বলে জানে। তিনি একজন মুক্তচিন্তা এবং মনের মানুষ। জন্ম ১৮৫৭ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডে এবং মৃত্যু ১৯৪১ সালে ৮ জানুয়ারি। তিনি জাতিতে একজন ইংরেজ এবং পেশায় একজন সৈনিক ছিলেন। বাবা ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী। তিন বছর বয়সে বাবাকে হারান। মায়ের চেষ্টায় তিনি লেখাপড়া শিখেন এবং দুনিয়াব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে ভারতীয় আর্মিতে অফিসার হিসেবে যোগ দেন। বি পি ১৮৯৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্র সীমান্ত শহরে ম্যাফে কিংয়ে যখন ২১৭ দিন বুয়রদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন তখন তার নিজ সেনাদলের স্কাউটসদের ব্যবহার করে যে সফলতা লাভ করেছিলেন, পরবর্তীতে সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্কাউটিং বালক-বালিকাদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, যা কালক্রমে আন্দোলনে পরিণত হয়। তার (বি পি) স্কাউটিং মূলমন্ত্র সারা পৃথিবীর মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই গ্রহণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে। স্কাউটিং একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। এর মধ্যে ধর্ম-কর্ম সব কিছুই আছে। ১৯০৭ সালে ইংল্যান্ডের ব্রাউন-সি-দ্বীপে পরীক্ষামূলকভাবে স্কাউট ক্যাম্প আয়োজন করা হয়, যার কারণে সারা ইংল্যান্ডে এবং আমেরিকায় খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯০৮ সালে বি পির লেখা জনপ্রিয় বই Scouting for boys (স্কাউটিং ফর বয়েজ) প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ সালে কাব স্কাউটিং এবং ১৯১৮ সালে রোভার স্কাউটিং শুরু হয়। ১৯২০ সালে বিশ্বের প্রথম স্কাউট জাম্বুরি ইংল্যান্ডের অলিম্পিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়।

ভারত বর্ষে ১৯১০ সালে স্কাউট আন্দোলন শুরু হলে তখন এটা ইংরেজ ছেলে মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজ সরকার তখন আইন করে এ উপমহাদেশের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কাউটিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। উপমহাদেশে ইংরেজ সরকার স্কাউটিং জনপ্রিয়তা দেখে ১৯১৯ সালে এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে স্কাউটিং আরও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯২০ সালে এ উপমহাদেশের ছেলেরা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্কাউটিং করার অধিকার পায়। ১৯৩৮ সালে ভারত বয়স্কাউট সমিতি বিশ্ব স্কাউট সংস্থার স্বীকৃতি পায়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে ১ ডিসেম্বর পাকিস্তান বয়স্কাউট সমিতি গঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ৯ এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশে বয়স্কাউট সমিতি। প্রথম জাতীয় কমিশনার নির্বাচন করা হয়, পিয়ার আলী নাজির। অবশেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে এক অধ্যাদেশে বাংলাদেশ স্কাউট সমিতিকে সরকারি স্বীকৃতি দেয়।

১৯৭৪ সালে ১ জুন বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ বয়স্কাউট সমিতিকে বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সের ১০৫তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৮ সালে ১৮ জুন পঞ্চম কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ স্কাউট সমিতির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'বাংলাদেশ স্কাউটস'। অনেকের ধারণা জাম্বুরি শব্দটির উৎপত্তি জ্যাম শব্দ থেকে। তবে এর তেমন কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। শব্দটির আভিধানিক অর্থ আনন্দ মেলা। কিন্তু এর প্রায়োগিক অর্থ আরও ব্যাপক এবং বিস্তৃত। বিশ্বের প্রধান স্কাউট বি পি (ব্যাডেন পাওয়েল) বালক বালিকাদের স্কাউট আদর্শ ও দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য একটি বৃহৎ পরিবেশে স্কাউটদের আমন্ত্রণ করে একত্র করতে চেয়েছিলেন। এ ধরনের একত্র বা সমবেত হওয়ার বিষয়টি তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন। বি পি সর্ব প্রথম এর নামকরণ করেন 'কারোবোরি' (Corroboree) এটা একটি অস্ট্রেলিয়ান শব্দ এর হলো 'পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বড় ধরনের সমবেত হওয়ার দৃশ্য'। তিনি চিন্তা এবং উপলব্ধি করেন যে, বালকেরা বৃহদায়তনে সমবেত হয়ে কোন স্থানে ভিড় করবে। তিনি বালকদের 'ভিড় হওয়া' (JAM) এবং 'পর্যবেক্ষণ প্রদর্শন করা' শব্দ দুটিকে সমন্বয় করে সংযুক্তপূর্বক একত্র করে একটি বিশেষ শব্দ 'জাম্বুরি' সৃষ্টি করে এর নামকরণ করেন। তখন থেকে জাম্বুরি শব্দটিও এর প্রতিশব্দ 'বয় স্কাউটদের বড় ধরনের সম্মেলন বা সমাবেশ হিসেবে প্রচলন হয়ে আসছে। বর্ণিত কথার আলোকে আমরা স্কাউটস জাম্বুরির সংজ্ঞা নিম্নরূপভাবে, সংজ্ঞায়িত করতে পারি। 'বালক- বালিকারা স্কাউট আদর্শে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে স্কাউট আইন প্রতিজ্ঞা বাস্তব জীবনে প্রতিফলন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে কয়েক বছর পর পর স্কাউটদের বড় সমাবেশকে জাম্বুরি বলে। যেখানে থাকে অনাবিল আনন্দ ও উচ্ছ্বাস'. জাম্বুরি সম্পর্কে বি পি বলেছেন, 'জাম্বুরি হবে স্কাউটসদের হর্ষোৎফুল্ল আনন্দময় সমাবেশ এবং স্কাউটরাই জাম্বুরির অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ'। জাম্বুরির আনন্দঘন পরিবেশ আর বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এর প্রভাব ও কার্যকারিতার নিরিখে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে জাম্বুরির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছে বহুমাত্রিক প্রয়োজনে। স্কাউট জাম্বুরি আজ শুধু আনন্দ মেলায় সীমাবদ্ধ নেই। স্কাউট কলাকৌশল অনুশীলন, সমাজ ও রাষ্ট্র সেবায় দীক্ষা, প্রায়োগিক কলাকৌশল রপ্ত করে দক্ষতা ও যোগ্যতার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ, জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণা সঠিক ব্যবহারিক জ্ঞান ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ হওয়ার ভূমিকা পালন করে জাম্বুরি। জাম্বুরি স্কাউট জীবনে অতীত প্রত্যাশিত একটি প্রোগ্রাম। প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জাম্বুরিতে অংশগ্রহণ করে স্কাউটরা যেমন দক্ষতা প্রদর্শন করে আর বয়স্করা প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। বিশ্বব্যাপী স্কাউটিং কার্যক্রম চালু থাকলেও সব দেশের প্রোগ্রাম এক রকম নয়। মূলত বি পির অনুসৃত নিয়ম ঠিক রেখে দেশে দেশে এক এক রকম প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়। কাবদের সমাবেশকে ক্যাম্পুরি, স্কাউটদের সমাবেশকে জাম্বুরি, ও রোভারদের সমাবেশকে রোভারমুট বলা হয়। বর্তমান অবক্ষয় যুক্ত সমাজে সংঘাতময় পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে জীবনমুখী স্কাউটিং পদ্ধতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা, সবার সম্মিলিত প্রয়াসে স্কাউটিং শিক্ষায় দেশে দেশে জাম্বুরির কোন বিকল্প নেই। ফলে, স্কাউটদের অর্জিত হবে জ্ঞানের দক্ষতা প্রদর্শন, হবে নবীন ও প্রবীণ প্রজন্মের মহামিলন এবং তৈরি হবে নব, নব স্কাউটার।

১৯৭৮ সালে গাজীপুরের মৌচাকে প্রথম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়িত্ব কাল ছিল ১-৯ জানুয়ারি ১৯৭৮, থিম ছিল সুন্দর পৃথিবীর জন্য আমরা। অংশ গ্রহণকারী ছিল ৪৪৬৪ জন। জাম্বুরি চিফ ছিলে নুরুল ইসলাম শামস। দ্বিতীয় বাংলাদেশ ও ৫ম এশিয়া প্যাসিফিক জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয় গাজীপুরের মৌচাকে, স্থায়িত্বকাল ছিল ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮০ থেকে ৬ জানুয়ারি ১৯৮১ সালে। থিম ছিল উন্নয়নের জন্য নেতৃত্ব, অংশ গ্রহণকারী ৫০১৭ জন, জাম্বুরি চিফ মনজুর উল করীম। তৃতীয় স্কাউট জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয়, মৌচাকে। তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫ থেকে ৪ জানুয়ারি ১৯৮৬। থিম আমরা তরুণ আমরা শক্তি। অংশগ্রহণকারী ৫৩৬৯ জন। জাম্বুরি চীফ মনজুর উল করীম। ৪র্থ বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয়, মৌচাকে। তারিখ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯ থেকে ৩ জানুয়ারি ১৯৯০। থিম দক্ষতাই শক্তি। অংশগ্রহণকারী ৬৩৬৫ জন। ৫ম বাংলাদেশ ও ১৪০০ এশিয় প্যাসিফিক জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয় মৌচাকে। তারিখ ৫-১২ জানুয়ারি ১৯৯৪। থিম সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য স্কাউটিং। অংশগ্রহণকারী ৭৫০০ জন। ১৯৯৯ সালে ষষ্ঠ বাংলাদেশ স্কাউট জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয় মৌচাকে। অংশগ্রহণকারী ১০ হাজার জন। ২০০৪ সালে ৭ম বাংলাদেশ ও ৪র্থ সার্ক জাম্বুরিও অনুষ্ঠিত হয় গাজীপুরের মৌচাকে। স্থায়িত্বকাল ৫-১২ জানুয়ারি ২০০৪। থিম নেতৃত্বের জন্য স্কাউটিং। জাম্বুরি চিফ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান। অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার ১২ হাজার জন। ২০১০ সালেও ৮ম বাংলাদেশ স্কাউট জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয়েছে গাজীপুরের মৌচাকে। জাম্বুরি থিম ছিল দিন বদলের জন্য স্কাউটিং। অংশগ্রহণকারী ১০ হাজার জন। স্কাউটিং একটি বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক আন্দোলন। পৃথিবীতে প্রায় দেড় কোটিরও বেশি স্কাউট আছে। এর জনপ্রিয়তা প্রতিদিন বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর আইন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক বালক-বালিকাদের নৈতিক চরিত্র গঠনে খুবই সহায়ক হচ্ছে। স্কাউট জাম্বুরি স্বার্থকতা তখনই হবে যখন একজন স্কাউট স্কুল থেকে প্রকৃত স্কাউট জ্ঞান নিয়ে জাম্বুরিতে প্রদর্শন করতে পারবে। তাই আমাদের সবার উচিত সেই ভাবে স্কাউট তৈরি করে জাম্বুরিতে অংশগ্রহণ করা। তাহলেই স্কাউটিং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিফলন ঘটবে।

পরিশেষে, আমি লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল উক্তি দিয়ে আমার প্রবন্ধের ইতি টানছি। তিনি বলেছেন, 'সুখলাভের প্রকৃত পন্থা হলো অপরকে সুখী করা। দুনিয়াকে যেমন পেয়েছ তার চেয়ে একটু শ্রেষ্ঠতর রেখে যেতে চেষ্টা কর। তোমার মৃত্যুর পালা যখন আসবে তখন তুমি সানন্দে এই অনুভূতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারবে যে, তুমি অনন্ত জীবন নষ্ট করনি এবং সাধ্যমতো তার সদ্ব্যবহার করেছ। এভাবে সুখে বাঁচতে ও সুখে মরতে প্রস্তুত থাক। বাল্যকাল চলে গেলেও তোমার স্কাউট শপথ আঁকড়ে থাক। স্রষ্টা এ কাজে তোমার সহায় হোন'।

[লেখক : শিক্ষক, প্রাবন্ধিক]